ভোরের কাগজ

125

তারিখ ... 26 APR 1998
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

ছাত্র রাজনীতি কার জন্য?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৬৪ ভাগ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একটি গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে অধিকাংশ ছাত্রই যদি না চায়, তাহলে কার স্বার্থে এই রক্তক্ষয়ী ছাত্র রাজনীতি চলছে? ছাত্রদের নামে যে রাজনীতি ক্যাম্পাসে চালানো হচ্ছে তার সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের মূল অংশের কোনো সম্পর্ক নেই— জরিপের ফলাফল থেকে অন্তত এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আসলে ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে প্রক্সিতে রাজনীতির খেলা খেলছে। সাধারণ ছাত্ররা দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে রয়েছে, তাই তাদের বেশির ভাগ বলছে এমন রাজনীতি বন্ধ হওয়াই ভালো।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ 'তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি' সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সংযোগ ছিন্ন করে। রাষ্ট্রপতির এ আহ্বানে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনগুলো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলেও সাধারণ ছাত্ররা যে ঐ চিন্তার সঙ্গে একমত সেটা জরিপে প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলতে রাজি নন। শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ১৬ শতাংশ মনে করেন অবিলম্বে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত।

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে উপলব্ধির এই পার্থক্য কেন? এটা কি এ কারণে যে, ছাত্রদের অধিকাংশ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় আর শিক্ষকদের শতকরা ৭১ ভাগ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নীল, গোলাপি, সাদা প্রভৃতি নানা প্যানেলে বিভক্ত। কাকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হবে, কে প্রমোশন পাবেন, কে প্রভোস্ট হবেন এসব বিষয়ে দেনদরবার ও দরাদরির পেছনে গ্রুপপন্থী শিক্ষকরা ব্যস্ত। অভিযোগ রয়েছে যে, তারা ক্লাস না নিলেও কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। বছরে একটি গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করতে না পারলে শিক্ষকদের বেতনের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট হতো না। পুরোনো এই নিয়মটিও বহু বছর আগে বাতিল করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আজ অধিকাংশ শিক্ষক মনে করছেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুক যুদ্ধে একজন ছাত্রনেতার মৃত্যুর পর আরো সংঘর্ষ ও মৃত্যুর আশঙ্কা বিরাজ করছে। গত ২৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৬২ জন খুন হয়েছে। আর কতো? ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি করার অধিকার সকলের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা অবশ্যই এই সংঘর্ষ ও খুনোখুনির রাজনীতি নয়। অবিলম্বে ক্যাম্পাসে এ রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আরো কিছু প্রাণ ঝরে যাওয়ার আগেই রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও অভিভাবকরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি অন্তত সাময়িককালের জন্য হলেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। তবে সিদ্ধান্তটি সবাই মিলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে, না হলে তার বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না।